০৭-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। নিজের পরিবারের সদস্যদের জ্ঞান প্রদান করো, নিজের সমগোত্রীয়দের কল্যাণ করো ।"

প্রশ্ন :- কোন্ শ্রীমত পালন করলে বাচ্চারা নিজের অবস্থাকে স্থিতিশীল বানাতে পারবে?

উত্তর :- নিজের অবস্থাকে স্থিতিশীল করতে হলে, বাবার প্রদত্ত শ্রীমত হল, বাচ্চাদের প্রত্যেক দিন সকাল সকাল উঠে খুব প্রেমপূর্ণ ভাবে বাবাকে স্মরণ করা। নিজেকে আত্মা মনে করা, আর বাবা যা কিছু বলেন তা শোনা । যদি স্মরণ না করতে পারো তাহলে অকারণ চিন্তা ভাবনা মনে চলবে, ব্যর্থ সংকল্প আসবে, এই জন্য বাবা এই রায় দিয়েছেন যে, বাচ্চারা প্রতিদিন সকাল সকাল উঠে, নিজেই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে, চলতে ফিরতে, খেতে..... খাবার বানাবার সময় একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, রুহানি বাবা হলেন সকল আত্মাদের পিতা, যিনি সবার থেকে উপরে, সর্বোচ্চ, ওনাকে "শিবায় নমঃ" বলা হয় । ফাদারও বলা হয় । সেই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, যাকে পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর বলা হয় । এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে তোমরা তাঁর সান্নিধ্যে বসে আছো । এটা তোমাদের বুঝতে হবে । যেমন কোথাও এক গীতা পাঠশালা আছে যেখানে কৃষ্ণের ছয় ফুট লম্বা চিত্র ছিল । বাস্তবে এখন কৃষ্ণকে ছোটো দেখানো হয়। তারপর বলা হয় উনি গীতার ভগবান ছিলেন। তাহলে কবেই বা গীতা শোনালেন? বাল্যকালে, নাকি যখন ছয় ফুটের হয়েছিলেন তখন? রাধে আর কৃষ্ণ যুগলে ছিলেন ।রাধে আর কৃষ্ণের কি সম্পর্ক ছিল? রাধেকে ভগবতী আর কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয় । এই দুজনের কি সম্পর্ক, এটা তো কেউ জানে না ।কৃষ্ণ গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন । কিন্তু কবে? যখন তুমি এই সব প্রশ্ন করবে তখন লোকেরা বুঝতে পারবে যে এরা ব্রহ্মাকুমার- কুমারী । ওরা ছাড়া এইসব প্রশ্ন আর কেউ করতেই পারে না । যেকোনো বড় বড় রাজা- মহারাজা ইত্যাদি যারা আছেন, তারা সবাই সন্ন্যাসীদের দেখে প্রণাম করবে নিশ্চয়ই । কিন্তু কেউ প্রশ্ন করার সাহস পায় না । তোমাদের তো সেই সাহস আছে। ব্রহ্মাকুমার- কুমারীদের এতই জ্ঞান অর্জন করা আছে যে, তারা নিজেরাই রচনা করে আর সেই রচনার অনেক জ্ঞান প্রদান করে । ওনার আত্মজীবনীর বর্ণনা করে ।তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে শিব জয়ন্তী পালনও করে থাকো, পূজো ইত্যাদিও করে থাকো, তাহলে তো উনি নিশ্চয়ই কখনো এসেছেন, তাই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়? উনি কখন এসেছেন? শিববাবা তো নিরাকার, তাঁর নিজস্ব শরীর নেই । কিন্তু শিব জয়ন্তী যখন পালন করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই উনি শরীরে এসেছেন? নিরাকারের জয়ন্তী তো হতে পারে না ।আত্মা তো অমর । জয়ন্তী তখনই পালন করা হয় যখন মৃত্যু হবে আবার জন্মাবে। আত্মার জয়ন্তী করা হয় না । আত্মা তো অবিনাশী ।এমন তো বলা হয় না যে আত্মার জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে । শিব তো নিরাকার, ওনার ছবি লিঙ্গ রূপে দেওয়া আছে । তোমাদের এইসব কথা মাথায় রাখতে হবে । এখান থেকে নিজের ঘরে বা রুজি-রোজগারের জন্য যখন যাও তখন এসব কথা বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায় । মনন- চিন্তন হয় না । গুরু ইত্যাদিতে অনেকে ফেঁসে আছে । কিছু বলার নেই । অবলারা খুব নিরীহ হয় । তোমরা

ওদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো--- শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয়, কিন্তু উনি কে? উনি এসে কি করেছেন, আর কবে এসেছেন? আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন বলা হয় জন্ম হয়েছে । আত্মা তো আত্মাই থাকে ।আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন বলা হয় আত্মা শরীর নিয়ে নিয়েছে । নিজের পার্ট প্লে করার জন্য। উনি তো নিরাকার । উনি জন্ম কেমন করে নিলেন ? কার মধ্যে প্রবেশ করলেন ? ওঁনাকে পরমাত্মা বলা হয় । এটা তো কেউ জানে না । যদিও অনেকের অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া আছে, কিন্তু কিছু জানে না । এখন তুমি জ্ঞানে পরিপূর্ণ । এখন তুমি জ্ঞান প্রদান করবে । কেউ কেউ দুই- তিন বছর জ্ঞানে থাকে, তারপর আবার অজ্ঞানতায় প্রবেশ করে । বাবা আবার অজ্ঞানতাকে দূর করে, জ্ঞানকে ধারণ করান । এখন তোমাদের (বাচ্চাদের) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে । কিন্তু পুরুষরা জ্ঞানে আছে আর স্ত্রীরা অজ্ঞানে আছে । এটা তো তাহলে সেই হংস আর বকের জোড়া হয়ে যায় । তাই জন্য প্রথমে স্ত্রীদের জ্ঞান দেওয়া উচিত । স্ত্রী পতিকে গুরু, ঈশ্বর মনে করে, তাই স্ত্রীদের গুরু আজ্ঞা মানা উচিত, তাই না! এটা এই জগতের কথা । ওইখানে আজ্ঞা মানা অথবা না মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । কারণ সেখানে(স্বর্গে) পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা থাকে । ওখানে অন্য কোনো প্রকার ব্যাপার নেই, তাই তো বলা হয়, চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম (charity begins at home) । স্ত্রী যদি জ্ঞান মার্গে থাকে আর পতি যদি জ্ঞান মার্গে না থাকে, তাহলে স্ত্রী কি করতে পারে! সে তখন কেবল জ্ঞান নিজের অন্তরে গুন - গুন করতে পারে । বাচ্চাদেরও জ্ঞান গুন গুন করা উচিত । নিজের আত্মীয় পরিজনদের কল্যাণ করো । তাদেরকে বলো, বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এখন যুদ্ধ সম্মুখে, বাবা উপস্থিত আছেন । মানুষ আহ্বান করছে, হে! পতিত পাবন এসো। এখন তো পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে, তাহলে তোমরা আবার পতিত হচ্ছো কেন! মাতারা যদি জ্ঞান মার্গে থাকেন তাহলে মাতাদের কর্তব্য হল আত্মীয় পরিজনদের কল্যাণ করা । এখন তোমরা সম্পূর্ণ রাজ্য ২১ জন্মের জন্য বাবার থেকে চাইছো । কেউ তোমাদের স্পর্শ করতেও পারবে না । তোমরা এখন পুরো বিশ্বের মালিকানা পেতে চলেছো । কত পার্থক্য দেখো । যিনি এমন অধিকার(বর্সা) দেন, তাঁকে অনেক স্মরণ করা কর্তব্য । এমনও অনেকে আছে যারা সারাদিনে একবারও শিববাবাকে স্মরণ করে না । সারাদিন ঘরের, রুজি - রোজগার, নানারকম সমস্যা নিয়ে থাকে । আসলে তাদেরকে তো ভোরবেলা উঠে বাবাকে শ্রদ্ধাপুর্বক ও প্রেমপূর্ণ ভাবে স্মরণ করা উচিত । বাবা আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা আপনার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই নেব । বাবা আপনি কত মধুর। আপনার স্মরণে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। অন্তরে অন্তরে নিজের সাথে কথা বলা মানে বিচার সাগর মন্থন করা বলা হয় । বাবা আমরা আপনার থেকে সম্পূর্ণ বর্সা(অধিকার) নিয়েই ছাড়ব । এখন আমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে । তবেই তো সত্যযুগের রাজত্ব পাব । বাবা আমরা আপনাকে নিরন্তর স্মরণ করব। ৬৩ জন্মে আমরা কত পাপকাজ করেছি । মাথার উপর কত ভারী বোঝা, এই জন্য বাবা আমরা আপনাকে খুব স্মরণ করি ।বাবা আমরা রান্না করার সময়, বেড়ানোর সময়ও আপনার স্মরণে থাকব । এই রকম সমস্ত কথা প্রতিজ্ঞা করা হলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে । বাবা আমরা রান্না করবো আপনার স্মরণে । আমাদের সতোপ্রধান নিশ্চয়ই হতে হবে । জানি না যদি আগামী কাল শরীর ছেড়ে যায়, তাহলে তো আর সতোপ্রধান হতে পারা যাবে না! মৃত্যু ভয় আছে তো । বাবা আমরা এই জীবনকালেই আপনার থেকে বর্সা (অধিকার) নিশ্চয়ই নেব । এটাই দেখার যে আজকে সারাদিন আমরা কতটা বাবাকে স্মরণ করেছি । যেকোনো পরিস্থিতিই হোক না কেন, স্মরণের যাত্রায় থাকা খুব জরুরী । গৃহস্থালি কর্মে থাকলেও স্মরণে থাকতে হবে । পরিকল্পনা করে চলতে হবে । ঠিক এইরকম ভাবে তীব্র ভাবে পুরুষার্থ করতে পারলে স্মরণও হবে আর আয়ু বৃদ্ধি

পাবে । ভবিষ্যতে তোমাদের আয়ু বাড়বে, স্মরণ না করলে পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে । পুরুষার্থ করে বাবার থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে হবে, আর স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । যেমন হিন্দুদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য নানরা খুব ঘোরাঘুরি করে । লোকেদের ঘরে যায়, দোকানে যায়, সবাইকে বলে বাইবেল নাও, এটা নাও ওটা নাও। আমাদের খ্রিষ্টান ধর্মে অনেক সুখ আছে । ওদের মিশন আছে, বৌদ্ধদেরও মিশন আছে । হিন্দুরা এটা বুঝতে পারে না যে ওরা কি করতে চাইছে! হিন্দুধর্মীদের খৃষ্টান ধর্মে পরিবর্তন করে দিতে চায়। প্রদর্শনীতে তো তোমরা কত বোঝাও। তারা নিজেদের মতামতও লেখে। তারপর যেই ঘরে যায় সব উধাও হয়ে যায় । কথায় বলে না – – বাঁদরের সামনে রত্ন রাখলে পাথর ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দেয় । সেইরকম, ওরাও এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নকে পাথর ভেবে ফেলে দেয় । এরা তো কিছুই বোঝে না । হ্যাঁ, যারা এই ধর্মের অনুসারী তাদেরই এর স্পর্শ অনুভব হবে । এ তো খুবই সহজ । বাবা স্বর্গের রচয়িতা । বাবা ভারতে একবারই আসেন।

বাবা বলছেন -- তোমরা আমাকে, পতিত পাবন বাবাকে, আহ্বান করে চলেছো । এবার আমি এসেছি, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে। তোমরা তো বলেই থাকো যে আমরা এই ভ্রষ্টাচারী সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠাচারী সৃষ্টিতে পরিণত করব । এখন তো সবাই নরকবাসী হয়ে গেছে । তোমরা এখন শিববাবার শ্রীমত এ চলেছো । শিব ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক, রাজাদেরও রাজা বানাবো । গীতায় লেখা আছে যে, আমি এই সমস্ত সাধুগণকেও উদ্ধার করতে আসি । এইসব কথা তো তাঁদেরও শোনানো উচিত । ডাকাও হয় এই বলে যে পতিত পাবন, সীতাদের রাম । এখন এসবের অর্থও বুঝতে পারে না । সব হচ্ছে ভক্ত, বা সীতা । তারা ডাকছে যে, হে! রাম আপনি এসে আমাদের উদ্ধার করুন । তারপর বলতে থাকে, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম..... আসলে রাজা রামের কোনো ব্যাপার নেই । প্রধান ভুল হল যে শিবের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে । জিজ্ঞেস করা দরকার যে শ্রীকৃষ্ণকে আর রামকে কালো কেন দেখানো হয়েছে? সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে সুন্দর ছিলেন, তারপর আবার শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে । প্রথমে হল স্বর্ণযুগ তারপর রৌপ্যযুগ, তাম্রযুগ তারপর লৌহযুগ । এই সময় হল লৌহযুগ। স্বর্ণযুগে অনেক মান সম্মান ছিল । এসব কথা খুব যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে । কেউ তো এত সহজে নিজের মত থেকে সরবে না । যখন বৃক্ষের আয়ু বেড়ে যায় তখন বৃক্ষ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে । এই দুনিয়ারও তো অনেক বয়স হল তাই না! নতুন দুনিয়া আর পুরোনো দুনিয়া । ওল্ড মানে কলিযুগ, তমোপ্রধান দুনিয়া । এখানে একজনও সতোপ্রধান থাকতে পারে না । এখন তমোপ্রধান দুনিয়াকে শেষ হতে হবে । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কে করবে? একমাত্র বাবা করবেন । এমনও নয় যে প্রলয় হয় । বাবাকে তখনই ডাকা যখন সব পতিত হয়ে যায় । তারপর ডেকে বলা হয় এবার পবিত্র করে দিন। পুরোনো দুনিয়ায় নিশ্চয়ই আসবেন । পতিত পাবন যখন বলা হয়, তখন অন্তিমে নিশ্চয়ই আসবেন । উনি স্বয়ং বলছেন যে, কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আমি আসি —পবিত্র দুনিয়া গড়তে । এখন হল সঙ্গম । এখন বাবা সবাইকে সদগতি দান করেন । তাহলে এমন ভাবেই বাবার শ্রীমত অনুসরণ করে যেতে হবে। নিজের অবস্থাকে স্থিতিশীল করতে হবে । সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে । এই শরীর হল অঙ্গ প্রতঙ্গ সমষ্টি । বাবা বলছেন যে —হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের যা বলছি সেটা শোনো। মুক্তি জীবনমুক্তি পেতে হলে আর কারো কথা শুনো না । পরমধাম থেকে বাবা এসেছেন, পবিত্র বানাতে । তাহলে তোমরা পুরানো শাস্ত্র কেন স্মরণ করছো । ভক্তি তো করা হয় ভগবানকে পাওয়ার জন্য । তিনি তো সকলের সদগতি দাতা বাবা তাই না! বাবা ছাড়া এই

জ্ঞান আর কেউ দিতে পারে না। এই লক্ষী নারায়ণ কীভাবে এই রাজ্য প্রাপ্ত করেছেন? আত্মাকে বলা হয় এক বিন্দুর মতো । অদ্ভুত সুন্দর উজ্জ্বল নক্ষত্র । বাবা বলছেন যে তোমরা আমাকে বলো পরমাত্মা সুপ্রিম আত্মা । লৌকিক বাবাকে কি কখনো পরমাত্মা বলবে? পরমাত্মা যিনি পরমধামে থাকেন, তিনি হলেন সুপ্রিম আত্মা । তিনি হলেন তোমাদের বাবা । উনি এসে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করবেন । গুরু তো শিষ্যের পাশেই তো বসবেন । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই । এখন তোমরা জানো যে উনি আমাদের বাবা । পাঁচ হাজার বছর আগেও বাবা এই যোগ শিখিয়েছিলেন যে বাবাকেই স্মরণ করো আর বিষ্ণুপুরী স্মরণ করো । তাহলে সেটা সঙ্গমযুগ নিশ্চয়ই হবে । সত্যযুগে একটাই ধর্ম পালন করা হত । তাহলে আবার সেখানে এক ধর্মই নিশ্চয়ই হবে তাই না! এত এত ধর্ম সব বিনাশ হয়ে যাবে । এখনই হল সেই সময় । বাবা বলছেন যে — যে সব বাচ্চারা খুব ভালো সেবা করে, তাদের আমি স্বয়ং স্মরণ করি কারণ তারা আমার সাহায্যকারী । যে সব বাচ্চারা অনেকের কল্যাণ করে তারা আমার খুব প্রিয় হয় । তোমাদের তো একমাত্র বাবাকেই ভালো লাগে, যাঁর থেকে তোমরা বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো । এই জন্যই তোমরা খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে যাও । স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে । অনেক ফালতু চিন্তা ভাবনার উদ্রেক হবে । ভক্তি মার্গে নিজেই নিজেকে প্রহার করে, শিবকে দর্শন করার জন্য, খুব পরিশ্রম করে শিব দর্শনের জন্য । এখানে তো তোমরা জানো যে বাবার স্মরণ করলেই পাপ রাশী বিনষ্ট হয়, আর ২১ জন্মের জন্য বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো। কেবল দর্শন করলেই পাপ বিনষ্ট হয় না। যে বাবা বিশ্বের মালিক বানান তাঁকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে । এখন তোমরা জানো যে,তোমরা কি তৈরি হচ্ছো । পরের জন্মে গিয়ে তাই হবে । এটা হল সেই কলেজ যেখানে সত্যযুগের প্রিন্স প্রিন্সেস তৈরি করা হয় ।বাবা এসে ধর্ম পালন করে দেব রাজ্যের স্থাপন করেন । আচ্ছা!
মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবা মুক্তি - জীবনমুক্তির জন্য যা কিছু জ্ঞানের কথা বলেছেন, সেই সব শুনতে হবে আর ধারণ করতে হবে, বাদবাকি সব ভুলে যেতে হবে । নিজের আর নিজের লৌকিক পরিবারের কল্যাণ করতে হবে ।

২) ব্যর্থ ও অকাজের চিন্তা ভাবনা সমাপ্ত করার জন্য সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । স্মরণের যাত্রায় সদা থাকতে হবে ।

বরদান :- একমাত্র বাবার সাথে যোগে থেকে সর্বজনের সহযোগ প্রাপ্তকারী সত্যিকারের খাঁটি যোগী ও সহযোগী ভব!

যে যত যোগী হন সে তত বেশী সর্বজনের সহযোগ অবশ্যই প্রাপ্ত করেন । যোগীর যোগাযোগ স্নেহরূপ বীজের সাথে থাকার জন্য সেই আত্মা স্নেহের বিনিময় স্বরূপ সকলের সহযোগিতা অবশ্যই প্রাপ্ত করে । তাহলে বীজের সাথে যোগে থাকা আত্মা, বীজে স্নেহের জল সিঞ্চন করলে সকল আত্মার দ্বারা সহযোগী রূপ ফল প্রাপ্ত করে নেয়, কারণ বীজের সাথে সংযুক্ত হলে সম্পূর্ণ বৃক্ষের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায় ।

স্লোগান :- পুরাতন সংস্কারকে "আমার"বলা, অর্থাৎ পুরুষার্থকে ঢিলা করে দেওয়া ।